আর্থিক লিপি
কলকাতা • মঙ্গলবার • ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
Kolkata•Tuesday•September 8, 2026
Arthik Lipi, Page 9

মিষ্টির গোডাউনে আরশোলা, দোকানে পচা খাবার! জরিমানা একাধিক ব্যবসায়ীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ক্রেতাদের পাতে যাওয়ার আগেই ধরা পড়ল পচা খাবার! কোথাও আবার মিষ্টির গোডাউনে মিলল আরশোলার উপস্থিতি, কোথাও মজুত করে রাখা একাধিক ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার। খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্গাপুরের গোপাল মাঠ এলাকায় হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর।খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, দুর্গাপুর নগর নিগম এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে একাধিক মিষ্টির দোকানের গোডাউনে আরশোলার উপস্থিতি নজরে আসে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দোকানে মজুত অবস্থায় পাওয়া যায় ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার। অন্যদিকে, কোথাও উদ্ধার হয় পচা খাবার ও মোমো। অভিযানে খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতি, গুণমান এবং স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একাধিক অনিয়ম সামনে আসে বলে জানা গিয়েছে। নিয়ম না মানার অভিযোগে একাধিক দোকানকে জরিমানাও করা হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের খাদ্যসামগ্রী সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সতর্ক করা হয়।

আবাসের বাড়ি চুরির অভিযোগ, তৃণমূল নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ, ছোড়া হল ডিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সরকারি অনলাইনে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের নামের পাশে স্ট্যাটাস 'সাকসেসফুল'। অথচ বাস্তবে মেলেনি পাকা বাড়ি এমনই অভিযোগ তুলে তৃণমূল নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার মহিলারা। বিক্ষোভের মধ্যেই ওই নেতার মাথায় পরপর ডিম ছোড়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় তাঁদের পাকা বাড়ি করে দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও বাড়ি না মেলায় ক্ষোভ তৈরি হয় তাঁদের মধ্যে। সম্প্রতি আবাস যোজনার তথ্য অনলাইনে যাচাই করতে গিয়ে কয়েকজন উপভোক্তা দেখতে পান, তাঁদের নামের পাশে প্রকল্পের স্ট্যাটাস 'সাকসেসফুল' দেখাচ্ছে। অথচ তাঁদের হাতে আসেনি কোনও পাকা বাড়ি বা সেই সংক্রান্ত সুবিধা।

আসানসোলে 'বীরাঙ্গনা বাহিনী'র একদিনের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পুরুষ ফুটবলের পাশাপাশি এবার আসানসোলে দ্রুত জনপ্রিয়তা বাড়ছে মহিলা ফুটবলেরও। রবিবার আসানসোলের এসবি গড়াই রোডের বিদ্যাসাগর ময়দানে 'বীরাঙ্গনা বাহিনী'র উদ্যোগে একদিনের মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় মোট ৮টি মহিলা ফুটবল দল। সকালে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল 'কিক অফ' করে এই ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। তিনি ফুটবল দলের মহিলা সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন। মহিলা খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, এমন কোনও কাজ নেই যা মহিলারা করতে পারে না। এভারেস্ট জয় থেকে সমুদ্রের গভীরতা, এমনকি সীমান্তে পুরুষ জওয়ানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের বোনেরা লড়ছে। মহিলা ফুটবলে শুধু সুযোগের অভাব। কেন্দ্র সরকারের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সাল থেকেই বলে আসছেন, শিশুদের জন্য প্লে-স্টেশন নয়, দরকার প্লে-গ্রাউন্ড। মোবাইল, টিভি এবং নেশার আসক্তি থেকে শিশুদের দূরে রাখতে তাদের খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তাঁর দাবি, বীরাঙ্গনা বাহিনী' সেই সুযোগের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। মহিলা ফুটবলারদের আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, অংশগ্রহণকারী বহু খেলোয়াড় সীমান্তবর্তী ও প্রান্তিক এলাকা থেকে উঠে আসছেন। তাঁদের কাছে অনেক সময় সঠিক কিট, ইউনিফর্ম, বুট এবং অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধাও নেই। 'খেলো ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে ছোট বয়স থেকেই এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার আশ্বাস দেন তিনি, যাতে তাঁরা জেলা, রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে পারেন। অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, ছোট ছোট দেশ যদি ফিফার মঞ্চে পৌঁছতে পারে, তাহলে বাংলা থেকে মহিলা ফুটবল দল কেন উঠে আসবে না? মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ জিতে ফিরতে পারলে মহিলা ফুটবলেও বাংলার মেয়েরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে তিনি আশাবাদী। ফুটবল পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বিদ্যাসাগর ময়দানকে ওপেন গ্যালারি সহ উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি মহিশীলা কলোনির মাঠে ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, পোলো গ্রাউন্ডের আদলে মহিশীলা কলোনির মাঠকে একটি আউটডোর স্টেডিয়াম হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যেখানে থাকবে ছাদবিহীন গ্যালারি। জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আসানসোল পুরনিগম ও জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্পগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন বলেও জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

বাগনানে উদ্ধার বিরল সাদা কালাচ সাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: বর্ষায় চারিদিক জলে ডুবে যাওয়ার মধ্যেই হাওড়া জেলার বাগনানে মাটির বাড়ি থেকে আবারও উদ্ধার হলো বিরল সাদা রঙের কালাচ সাপ। বাগনান ২ নং ব্লকের বাঁটুল গ্রামে সঞ্জীব প্রামানিক তাঁর মাটির বাড়িতে রাতের বেলায় দেখেন একটি সাদা রঙের সাপ ঘরের মেঝেতে রয়েছে। তিনি ও তাঁর পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সঞ্জীব বাবু তৎক্ষণাৎ খবর দেন ওয়াইল্ডলাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্টের সদস্য সবুজ দোলুইকে। সবুজ তৎক্ষণাৎ এসে সাপটিকে একটি নিরাপদ জায়গায় আটকে রেখে খবর দেন ওয়াইল্ডলাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্টের সর্প উদ্ধারকারী সদস্যদের। ইতিমধ্যে সাদা সাপ দেখবার জন্য বহু মানুষ বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে থাকে। খবর পেয়েই ট্রাস্টের সদস্য চিত্রক প্রামানিক, সুমন্ত দাস ও অর্ঘ্য মল্লিক ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা এসে দেখেন এটি সাধারণ বিষধর কালাচ সাপ নয়। এটি একটি তীব্র বিষধর লিউসিস্টিক কালাচ সাপ বা সাদা কালাচ সাপ। চিত্রক, সুমন্ত, অর্ঘ্য ও সবুজ সাবধানতার সঙ্গে সাদা কালাচ সাপটি উদ্ধার করে জার বন্দি করেন এবং সঞ্জীব বাবুর মাটির বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করে দেখেন অন্য কোনো বিষধর সাপ আছে কিনা। পরে ওয়াইল্ডলাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্টের সদস্যরা ওই এলাকার মানুষদের সাপ সম্বন্ধে সচেতন করেন এবং বর্ষায় সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার বার্তা দেন। ওয়াইল্ডলাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্টের সদস্য চিত্রক প্রামানিক বলেন, কালাচ সাপ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের অন্যতম তীব্র বিষধর সাপ। কিন্তু সাদা কালাচ খুব একটা দেখা যায় না। এটি একটি লিউসিস্টিক কালাচ সাপ। লিউসিজম্ একটি জেনেটিক মিউটেশন। লিউসিসটিক্ প্রানী সচরাচর দেখা যায় না। প্রাণীজগতে লিউসিজম্ এর কারনে মেলানিন এর অভাবে দেহের ত্বক, পালকের রঙ সাদা বা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একমাত্র চোখের রঙ কালো থাকে, চোখের রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না। অ্যালবিনো হলে চোখের রঙের ও পরিবর্তন হয়। এর আগে হাওড়া জেলা ও পশ্চিমবঙ্গে কয়েকবার সাদা কালাচ সাপ পাওয়ার নিদর্শন রয়েছে।

বর্ষাকালে মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি

শিলিগুড়ি: বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডা. সোনিয়া দত্তের মতে, চিনি ও স্টার্চসমৃদ্ধ খাবার ঘন ঘন খেলে দাঁতে প্লাক জমা এবং দাঁতের ক্ষয় বা ক্যাভিটির ঝুঁকি বাড়তে পারে। তিনি বলেন, তবর্ষাকালে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে প্রায়ই পরিবর্তন আসে। মরশুমি প্রিয় খাবার উপভোগ করতে গিয়ে অনেকেই সারাদিনে আরও ঘন ঘন স্ন্যাকস খেতে শুরু করেন। আমরা যখনই খাবার খাই, বিশেষ করে চিনি ও স্টার্চসমৃদ্ধ খাবার, তখন মুখের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিড তৈরি করে, যা দাঁতের এনামেলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। স্ন্যাকস খাওয়ার প্রবণতা যত ঘন ঘন হয়, এই অ্যাসিডের আক্রমণও তত বেশি হয়। ফলে ক্যাভিটি এবং অন্যান্য মুখের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়।দ ডা. দত্ত আরও বলেন, তস্ন্যাকস খাওয়ার পর পরিষ্কার জল দিয়ে মুখ কুলকুচি করা, পর্যাপ্ত জল পান করা এবং দিনে দু'বার দাঁত ব্রাশ করার মতো সহজ কিছু অভ্যাস মুখের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

বিশেষ করে বর্ষাকালে, যখন আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আসে, তখন নিয়মিত এই অভ্যাসগুলি মেনে চলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।দন্ত বিশেষজ্ঞরা দৈনন্দিন মুখের যত্নের রুটিনে একটি নির্ভরযোগ্য টুথপেস্ট ব্যবহারেরও পরামর্শ দেন। ডাবর রেড টুথপেস্টে লবঙ্গ ও শুঠির মতো বিশ্বস্ত আয়ুর্বেদিক উপাদান রয়েছে, যা সামগ্রিক মুখের যত্নে সহায়তা করে। ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন-এর অনুমোদনের সিল দ্বারা সমর্থিত ডাবর রেড টুথপেস্ট প্রতিদিনের মুখের যত্নের রুটিনের অংশ হিসেবে সুস্থ দাঁত ও মাড়ি বজায় রাখতে একটি কার্যকর আয়ুর্বেদিক সমাধান প্রদান করে।

প্রকাশিত হল সৌম্য ভট্টাচার্যের 'ইটারনাল সংস'

স্টাফ রিপোর্টার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫০টি নির্বাচিত গানের সৌম্য ভট্টাচার্য-কৃত ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'ঋন্ঠত্রন্— খত্ত (দ্র— ত্ত্ব'। প্রকাশক হাওয়াকল পাবলিশার্স। সৌম্যের ব্যতিক্রমী অনুবাদের বিশেষত্ব হল শুধু গানের ভাব বা বক্তব্য নয়, মূল রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ, অন্ত্যমিল এবং কাব্যিক সৌন্দর্যকেও তিনি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন।৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের সন্ধ্যায় কলকাতার মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হলে ঋক প্রকাশনী ও হাওয়াকল পাবলিশার্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষক প্রমিতা মল্লিক বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পেশায় চিকিৎসক নেশায় সাহিত্যিক ড. সৌম্য ভট্টাচার্য বলেন, কোনও গান বা কবিতার মুক্ত অনুবাদে ভাব তথা ব্যঞ্জনা প্রাধান্য পেলেও তাতে অনেক সময় মূল রচনার ছন্দ ও অন্ত্যমিল হারিয়ে যায়। ফলে গানের বাণীর বিন্যাস ও ধ্বনিময়তার যে বিশেষ সৌন্দর্য, তা অনুবাদে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা গানের ছন্দ, অন্ত্যমিল এবং গীতিময়তাকে মাথায় রেখে তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায় দু' হাজার গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে মাত্র ৫০টি নির্বাচিত গান এই বইয়ে অনূদিত হয়েছে।

রাধাশ্রী ফিনান্স লিমিটেড

CIN : L51909WB1981PLC033680
রেজি. অফিস : ১৩, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০১৩
ফোন : ৯৯০৩০৮০৮০৪, Email : radhashreefinance@gmail.com

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক, রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, রাধাশ্রী ফিনান্স লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম/সভা'') ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৫:৩০-এ (ভারতীয় সময়ানুসারে) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে; এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না।

বাণিজ্যিক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-র বিভিন্ন নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (যার মধ্যে ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, যেসব শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যাতে বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার সঠিক ওয়েব-লিঙ্ক বা পথ উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত নথিপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইট www.radhashreefinance@gmail.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ। বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত নথিপত্রগুলি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এজিএম-এর তারিখ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। উক্ত নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য সদস্যদের কোম্পানির সাথে www.radhashreefinance @gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ই-ভোটিং :

কোম্পানি আইন-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধি (সংশোধিত); 'ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া' কর্তৃক সাধারণ সভার বিষয়ে জারি করা 'সিক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড'; সেবি-র তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী বিষয়ক প্রবিধান, ২০১৫ (সংশোধিত) এবং এমসিএ-র নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী;কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের প্রক্রিয়াটি সহজতর করার জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধাটি নিম্নলিখিত সময়সীমার মধ্যে উপলব্ধ থাকবে:

রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়	রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯টা, ভারতীয় সময়ানুসারে)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়	মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকাল ৫টা, ভারতীয় সময়ানুসারে)
ই-ভোটিং-এর যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য 'কাট-অফ' তারিখ	বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিই নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন, যাদের নাম নির্দিষ্ট 'কাট-অফ' তারিখে (অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ) 'সদস্যদের রেজিস্টার'-এ অথবা 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' (এনএসডিএল) ও 'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড' (সিডিএসএল) কর্তৃক প্রদত্ত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। যেসব সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা সভার চলাকালীন 'এনএসডিএল' কর্তৃক প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। যেসব ব্যক্তি বা অ-ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং 'কাট-অফ' তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, তাঁরা যদি 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর জন্য আগেই ঞ্ঝঙ্গজ-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়াটি ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তির দ্রষ্টব্য অংশে এবং সদস্যদের পাঠানো ইমেলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, আপনারা এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com/-এর 'ডাউনলোড' বিভাগে থাকা 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখে নিতে পারেন।

রাধাশ্রী ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- অ্যান্নি জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬

গজানন সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড

(CIN : L67120WB1994PLC063477)
রেজিঃ অফিস : ১১৩/১বি, সি.আর. এভিনিউ, অষ্টম তল, রুম নং-৭সি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন : ০৩৩-২২৩৫৫৪২১৫; E-mail : gajanansecuritiesservicesltd@gmail.com
www.gajanansec.in

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স গজানন সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর সদস্যদের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বুধবার সকাল ১১টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে (ঠিকানা: ১১৩/১বি, সি. আর. এভিনিউ, সপ্তম তল, কক্ষ নং ৭সি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় আলোচ্যসূচিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের নাম ২৮ আগস্ট ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ)-এর তথ্যানুযায়ী তালিকায় রয়েছে এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরির কাছে নথিভুক্ত আছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি-সহ বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২৬) কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.gajanansec.in) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যাচ্ছে; এছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-এও তা পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি-সহ বার্ষিক প্রতিবেদনটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন পর্যন্ত কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় বা কর্পোরেট কার্যালয়ে শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিন ছাড়া অন্য সব কর্মদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে পরিদর্শন করা যাবে।

সেবি (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তরের বই ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা; কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধি এবং সেবি (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী কোম্পানিটি উল্লিখিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) বিবেচ্য সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে (ই-ভোটিং) ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করছে। এই সুবিধাটি সেইসব সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে, যারা 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ বাস্তবিক (কাগজপত্র-ভিত্তিক) বা ইলেকট্রনিক;যেকোনো মাধ্যমেই কোম্পানির শেয়ার ধারণ করছেন। ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, রবিবার সকাল ৯টায় (ভারতীয় সময়ানুসারে) শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে (উভয় দিনই এর অন্তর্ভুক্ত)। এছাড়া, কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থাও রাখবে; ফলে সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য আগে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা ব্যালট বা পোলিং পেপার ব্যবহার করে সভায় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

গজানন সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ঋদ্ধি কানোরিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৬

ত্রিপুরারি ফিনভেস্ট লিমিটেড

CIN- L17119WB1980PLC033157
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৪, বিবাদী বাগ, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৭৭, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং ০৩৩-২২৩১২৮৯০/৯১
ইমেইল আইডি: tripurarifinvest95@gmail.com

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
বই বন্ধের তারিখ এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ত্রিপুরারি ফিনভেস্ট লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় (আই.এস.টি.) কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়, ৪, বিবাদি বাগ, ৫ম তলা, কক্ষ নং ৭৭, কলকাতা - ৭০০০০১**, ভারত-এ অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার বিধানাবলী এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানিটি তার সদস্যদের, যারা মঙ্গলবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী ডিম্যাট/বাস্তবিক আকারে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলির উপর ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন ('রিমোট ই-ভোটিং')। কোম্পানিটি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং-এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের কাজ শেষ হওয়ার তারিখ: ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
২. রিমোট ই-ভোটিং পর্ব ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে।
৩. ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকাল ৫.০০টার পর রিমোট ই-ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হন এবং নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **www.nsdl.co.in**-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। এজিএম-এর নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.tripurarifinvest.in** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এও পাওয়া যাচ্ছে।
৫. কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা **www.evoting.nsdl.com**এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন।
৬. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু উক্ত সভায় তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, একবার প্রদত্ত ভোট পরিবর্তন করা যাবে না।

ত্রিপুরারি ফিনভেস্ট লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/-
লাল্টু পাসোয়ান
ডিরেক্টর

তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

ইকোওয়েভ ইনফোটেক লিমিটেড

CIN- L17219WB1979PLC032310
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৪, বিবাদী বাগ(পূর্ব), ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৭৭,
স্টিফেন হাউস, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেইল আইডি: ecowaveinfotech79@gmail.com

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
বই বন্ধের তারিখ এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ইকোওয়েভ ইনফোটেক লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় (ভারতীয় সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়, ৪, বিবাদি বাগ (পূর্ব), ৬ষ্ঠ তল, কক্ষ নং ৭৭, স্টিফেন হাউস, কলকাতা - ৭০০০০১, ভারত-এ অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার বিধানাবলী এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বৃহস্পতিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানিটি তার সদস্যদের, যারা বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী ডিম্যাট/ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলির উপর ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন ('রিমোট ই-ভোটিং')। কোম্পানিটি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল (CDSL)-কে নিযুক্ত করেছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং-এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের কাজ শেষ হওয়ার তারিখ: ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬
২. রিমোট ই-ভোটিং পর্ব ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে।
৩. ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫:০০টার পর ই-ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হন এবং নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **www.cdslindia.com**এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এজিএম-এর নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ecowaveinfotech.in** এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে।
৫. কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা **www.cdslindia.com**এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন।
৬. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু উক্ত সভায় তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, একবার প্রদত্ত ভোট পরিবর্তন করা যাবে না।

ইকোওয়েভ ইনফোটেক লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/-
গোপাল হালদার
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬

CAPITAL NUMBERS

ক্যাপিটাল নাম্বারস ইনফোটেক লিমিটেড

CIN: L72200WB2012PLC183599
ঠিকানা: মণি ক্যাসাডোনা, আইটি বিল্ডিং, ৮ম তলা, ৮ই৪, ইস্ট টাওয়ার, অ্যাকশন এরিয়া #২এফ, নিউ টাউন,
কলকাতা - ৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ইমেল: cs@capitalnumbers.com; **ওয়েবসাইট:** www.capitalnumbers.com
ফোন: +৯১ ৮৪২০০০৯১৪০

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও তথ্য

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'ক্যাপিটাল নাম্বারস ইনফোটেক লিমিটেড'-এর ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম);যা ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার দুপুর ১২:৩০ মিনিট-এ (ভারতীয় সময়ানুসারে) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং যেখানে সদস্যদের সশরীরে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই;তার বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') ও এর অধীনস্থ বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশনস, ২০১৫; কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ('এমসিএ') ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫; এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি')-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং (EBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 (তৎসহ সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি)-এর বিধান অনুযায়ী, যেসকল সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের ('ডিপি') কাছে নিবন্ধিত ছিল, তাঁদের কাছে কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ('বার্ষিক প্রতিবেদন') ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানোর প্রক্রিয়া ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার সম্পন্ন হয়েছে। ১৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.capitalnumbers.com), বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এও পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা ও অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (সংশোধিত 'কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪'-এর সাথে পঠিত), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি ক্ষেত্রীয় রেগুলেশনস')-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা 'সিক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২'-এর বিধানাবলী মেনে কোম্পানি তার সদস্যদের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর ভোট প্রদানের সুযোগ প্রদান করছে। এই সুযোগটি 'রিমোট ই-ভোটিং' (সভার আগে) এবং 'ই-ভোটিং' (সভার চলাকালীন)-এর মাধ্যমে কার্যকর করা যাবে। কোম্পানি 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' (এনএসডিএল)-কে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ১৪তম এজিএম-এ অংশগ্রহণ ও সভার সময় ই-ভোটিং সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে। শুধুমাত্র সেইসব সদস্য;যাদের নাম 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সদস্য বা বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে;তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিং এবং সভার সময় ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের যোগ্য হবেন। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের ধারণ করা শেয়ারের অনুপাতে তাঁদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। কাট-অফ তারিখের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি সদস্যপদ হারিয়ে থাকেন, তবে তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য গণ্য করবেন।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯টা) শুরু হবে এবং সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকাল ৫টা) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। এজিএম চলাকালীনও ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ থাকবে। যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা সভার সময় ভোট দিতে পারবেন। যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) আগে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর সুবিধাসহ সভায় অংশ নিতে পারবেন; তবে সভার চলাকালীন উপলব্ধ ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট দেওয়ার পর কোনো সদস্য আর তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিং, সভায় যোগদান, সভা চলাকালীন ই-ভোটিং, ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন এবং লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের বিস্তারিত নির্দেশাবলি ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেসব ব্যক্তি ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর তারিখের পরে শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং 'কাট-অফ' তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা ১৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে অথবা evoting@nsdl.comé-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, কোনো ব্যক্তি যদি রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল বা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ১৪তম এজিএম-এর নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী ভোট প্রদানের জন্য তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।

কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন; অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন কিংবা সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্ত-এর সাথে pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার) থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো অনুমোদিত ব্যক্তি (যিনি প্রযোজ্য) ফলাফল ঘোষণা করার পরপরই, স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনসহ ফলাফলটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.capitalnumbers.com) এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) প্রকাশ করা হবে; এবং সেই সাথে যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়;অর্থাৎ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-কে;তা অবহিত করা হবে।

ক্যাপিটাল নাম্বারস ইনফোটেক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- শিখা বাঁকা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L51109WB1997PLC084818
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৫৬ই, স্টিফেন হাউস, ৫ম তল, কক্ষ নং ৫৮সি, হেমন্ত বসু সরণি, লালবাজার স্ট্রিট, ব্লক-বি, ৪র্থ তল, কক্ষ নং ৪, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেইল আইডি: twentyfirstltd21@gmail.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
বই বন্ধের তারিখ এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় (আই.এস.টি.)-তে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়, ঠিকানা: ৫৬ই, স্টিফেন হাউস, ৫ম তল, কক্ষ নং ৫৮সি, হেমন্ত বসু সরণি, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, ভারত**-এ অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার বিধানাবলী এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বৃহস্পতিবার থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানিটি তার সদস্যদের, যারা বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী ডিম্যাট / বাস্তবিক আকারে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলির উপর ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন ('রিমোট ই-ভোটিং')। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানিটি সিডিএসএল-কে নিযুক্ত করেছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং-এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের কাজ শেষ হওয়ার তারিখ: ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬
২. রিমোট ই-ভোটিং পর্ব ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে।
৩. ২০২৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর, বিকাল ৫.০০টার পর রিমোট ই-ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হন এবং নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **www.cdslindia.com**এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এজিএম-এর নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.21stcenturyindia.in** এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** এও পাওয়া যাচ্ছে।
৫. কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা **www.cdslindia.com**এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন।
৬. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু উক্ত সভায় তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, একবার প্রদত্ত ভোট পরিবর্তন করা যাবে না।

টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
স্বাঃ/-
প্রদীপ কুমার গর্গ
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬

জি. আর. ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ফিন্যান্স লিমিটেড

CIN L25209WB1987PLC111041
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৪, বিবাদী বাগ(পূর্ব), ৬ষ্ঠ তল, স্টিফেন হাউস,
কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নং ০৩৩-৩০২৪০৭৫১
ইমেইল আইডি: incometax9444@gmail.com

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
বই বন্ধের তারিখ এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, জি. আর. ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ফিন্যান্স লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় (আই.এস.টি.)-তে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়, ৪ বিবাদি বাগ (ই), ৫ম তলা, স্টিফেন হাউস, কলকাতা - ৭০০০০১, ভারত**-এ অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এতদ্দ্বারা এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার বিধানাবলী এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানিটি তার সদস্যদের, যারা মঙ্গলবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী ডিম্যাট/বাস্তবিক আকারে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলির উপর ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন ('রিমোট ই-ভোটিং')। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানিটি সিডিএসএল-কে নিযুক্ত করেছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং-এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের কাজ শেষ হওয়ার তারিখ: ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
২. রিমোট ই-ভোটিং পর্ব ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে।
৩. ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকাল ৫.০০টার পর রিমোট ই-ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হন এবং নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **www.cdslindia.com**এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এজিএম-এর নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grfinance.in** এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**এও পাওয়া যাচ্ছে।
৫. কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা **www.cdslindia.com**এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন।
৬. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু উক্ত সভায় তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, একবার প্রদত্ত ভোট পরিবর্তন করা যাবে না।

জি. আর. ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ফিন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/-
অনিল কুমার খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬

MSP এমএসপি স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড

CIN: L27109WB1968PLC027399
রেজি. অফিস : সাউথ সিটি বিজনেস পার্ক, ১১তম তল, ৭৭০ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস ইক.কে.টি., কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১০৭
ফোন নং : ০৩৩-৪০০৫ ৭৭৭৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-৪০০৫-৭৭০০
E-mail : investor.contact@mspsteel.com • **Website :** www.mspsteel.com

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এমএসপি স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬, বুধবার বিকেল ৩টায় (ভারতীয় সময়ানুসারে) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (''ওএভিএম'') সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা (''আইন''), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''সেবি ক্ষেত্রীয় রেগুলেশন্স'')-এর বিধানাবলি এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ৯/২০২৪ ও ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (''এমসিএ সার্কুলারসমূহ'') যথাযথভাবে মেনে এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভায় সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই; এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

উল্লিখিত সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, যেসব সদস্য কোম্পানি এবং/অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, সোমবার ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। সদস্যরা জেনে রাখতে পারেন যে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.mspsteel.com) এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ; বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com), ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড বা এনএসডিএল (www.evoting.nsdl.com)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত আইনের ১০৮ নম্বর ধারা, সংশোধিত 'কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪'-এর ২০ নম্বর বিধি এবং 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) প্রবিধান, ২০১৫'-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই ভোটদান প্রক্রিয়াটি এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (''কাট-অফ তারিখ'') তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের ধারণ করা শেয়ারের অনুপাতে তাঁদের ভোটিং অধিকার নির্ধারিত হবে।

যদি কোনো সদস্য কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন, তবে ই-ভোটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য পেতে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের লক্ষ্যে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন:

ক. ফিজিক্যাল মোডে (কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেট আকারে) শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ক্ষেত্রে-অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন;ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পেছনের অংশ), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি; company.secretary@mspsteel.com বা shreya.kar@mspsteel.com ই-মেইল ঠিকানায় অথবা আরটিএ-এর einward.ris@kfintech.com ঠিকানায় পাঠান।
খ. ডিমেট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করে অথবা company.secretary@mspsteel.com ঠিকানায় ই-মেইল পাঠিয়ে তাঁদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন। ই-মেইলে ডিপিআই-সিএলআইডি (১৬-সংখ্যার DPID + CLID অথবা ১৬-সংখ্যার বেনিফিশিয়ারি আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা কনসোলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি উল্লেখ করতে হবে।

সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম (ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম) সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারার অধীনে কোরাম বা সভার ন্যূনতম উপস্থিতির সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধি ২০, সেবি (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) প্রবিধানমালা, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর প্রবিধান ৪৪ এবং উল্লিখিত সার্কুলারগুলোর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কর্তৃক প্রদত্ত ''রিমোট ই-ভোটিং'' থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান-এর সুবিধা প্রদান করছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবের ওপর রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে ভোটদান এবং এজিএম-এর দিন ভোটদানের; উভয় সুবিধাই এনএসডিএল-এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে:

i. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ বিষয়াবলি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে;
ii. রিমোট ই-ভোটিং থেকে ইলেকট্রনিক ভোটদান প্রক্রিয়াটি রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় (ভারতীয় সময়ানুসারে) শুরু হবে;
iii. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫টায় (ভারতীয় সময়ানুসারে) শেষ হবে;
iv. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা এজিএম-এ ভোট প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য 'কাট-অফ তারিখ' হলো বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
v. যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন;
vi. যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে এজিএম-এ পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না;
vii. কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী নির্দেশিকা' দেখা যেতে পারে, যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে পাওয়া যাবে। এছাড়া সদস্যরা কোম্পানি সচিবের সাথে company.secretary @mspsteel.com ইমেইল ঠিকানায় অথবা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানি ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য 'বাজাজ তোদি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' একটি প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি ফার্ম;কে 'স্ক্রুটিনাইজার' (যাচাইকারী) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। উক্ত এজিএম সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বা স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

এমএসপি স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- শ্রেয়া কর
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬